দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 JAN 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

3/

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পাশ-এ পার্ট-ওয়াইজ পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করার প্রস্তাব

আমাদের দেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সেমিষ্টার সিষ্টেম চালু আছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে স্নাতক সম্মানে কোর্স পদ্ধতি এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পার্ট-ওয়াইজ পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি বর্ষের পরীক্ষা চূড়ান্ত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা বাধ্য হয়ে পড়াশুনায় অধিকতর মনোযোগী হয় এবং সংগত কারণেই অধিকতর পাশের হারসহ পরীক্ষার ফলাফল হয় চমৎকার।

কিন্তু, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রী পাশ এ এ পদ্ধতি চালু না থাকায় দু'বছর পরে হাজার নম্বরের কোর্সের এক বিরাট বোঝা বহন করতে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদেরকে হিমসিম খেতে হয় এবং এর ফলে পরীক্ষার ফলাফল হয় দারুণ হতাশাব্যঞ্জক। এ বছর যশোর বোর্ডের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় শতকরা আটাশ জনের পাশও এর একটি অন্যতম কারণ বলে আমি মনে করি।

সুতরাং বর্তমান মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী (পাশ) পরীক্ষাকে সমান দু'ভাগে বিভক্ত করে পার্ট ওয়াইজ পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করলে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝা অনেকটা হালকা হবে। তারা পড়াশুনায় অধিকতর মনোযোগী হবে এবং এর ফলে পরীক্ষায় চমৎকার ফল লাভে সমর্থ হবে বলে আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি। এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

কলেজের সরকারী অনুমোদন চাই

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলায় অন্ততপক্ষে একটি করে সরকারী বা বেসরকারী কলেজ রয়েছে। অনেক উপজেলায় বেসরকারী উদ্যোগে কলেজ প্রতিষ্ঠার পরপরই দ্রুত সরকারী অনুমোদন পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৮৫ সালে রওশন এরশাদ মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত কোন প্রকার স্থানীয় প্রশাসনিক অনুদান ও সরকারীভাবে কোন প্রকার অনুমোদন পায়নি। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষে ১৬২জন ও ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে এ কলেজ থেকে ১৭৬জন ছাত্রী এইচ, এস, সি পরীক্ষায় অংশ নেয়। বর্তমানে এ কলেজের ছাত্রী সংখ্যা ৬৫০জন; অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এ কলেজে প্রতি শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে রওশন এরশাদ মহিলা কলেজটি সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে। এ কলেজে নিজস্ব কোন ভবন নেই। একটি জরাজীর্ণ ঘরে ছাত্রীদের ক্লাস নেয়া হয়। এ কলেজে মোট শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কর্মচারীর সংখ্যা ২৫জন। কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ রয়েছে। কলেজটিতে বিজ্ঞান বিভাগ রয়েছে সত্য; কিন্তু কলেজটিতে কোন বিজ্ঞানাগার নেই। কলেজটি যদি স্থানীয়ভাবে ও সরকারীভাবে সাহায্য পেতো, তাহলে কলেজের সার্বিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতো।

তাই এ ব্যাপারে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন, সরিষাবাড়ী রওশন এরশাদ মহিলা কলেজকে অবিলম্বে সরকারীভাবে অনুমোদন দেয়া হোক।

গোলাইমেন পল্লব,
সুকান্ত, আশিষ, রিপন ও শান্তনু,
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

করার জন্যে সরকারের নিকট আবেদন রাখছি।

মজিবুর রহমান
এম, এ (ডবল) এল,এল,বি
সদর সাব-রেজিষ্ট্রার, নরসিংদী।